গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি উদ্যোগে উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুর গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস)-এর ‘প্রশিক্ষন কেন্দ্র ও খামার’- এ সংস্থার সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় উ”চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি ও অনাবাদি জমিতে সবজি চাষ প্রদর্শনীর আওতায় ৫ জন উপকারভোগীর মাঝে উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বিতরণকৃত উপকরণ সমূহের মধ্যে ছিল- ১৮০ টি বারি-১১ আমের চারা, ৩০টি ব্যানানা ম্যাংগো আমের চারা এবং ২১টি মোজাফ্ফর জাতের লিচুর চারা, ১৬টি সিমেন্টের খুটি, ট্রাইকো-কম্পোস্ট সার, রাসায়নিক সার, কিটনাশক, বিভিন্ন সবজির বীজ। পাশাপাশি উপকারভোগীদেরকে প্রদর্শনীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসহ কিভাবে এর রক্ষণাবেক্ষন করতে হবে সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উপকরণ বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন পিএসকেএস এর সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সকল কর্মকর্তাগন ।

অপরদিকে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির (পিএসকেএস) কর্তৃক উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদনে উদ্যোক্তা তৈরি প্রদর্শনীর আওতায় তিনটি প্রদর্শনী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, বারি আম-১১, ব্যানানা ম্যংগো, এবং লিচু-মোজাফ্ফর জাতের চারা বিতরন সহ অন্যান্য উপকরণ সমূহ বিতরন করা হয়। এছাড়াও অনাবাদি জমিতে সবজি চাষ প্রদর্শনীর আওতায় ২ টি প্রদর্শনী বাস্তাবয়নের লক্ষ্যে উপকারভোগিদের মাঝে উপকরণ সমূহ বিতরন করে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করা হয়।

গাংনীতে বিদায় নিলেন সহকারী পরিদর্শক মো. রুহুল কুদ্দুস

আবেগঘন পরিবেশে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো. রুহুল কুদ্দুস এঁর অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা মেহেরপুর জেলা সমবায়

অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসার প্রভাষ চন্দ্র বালার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অবসর জনিত বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সহকারী পরিদর্শক রুহুল কুদ্দুস, জেলা অফিসের উপ সহকারী নিবন্ধক এনামুল হক, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু, সদর উপজেলা সমবায় অফিসার মনিরুজ্জামান, জেলা অফিসের পরিদর্শক নুরুজ্জামান, প্রশিক্ষক নুরুজ্জামান, সহকারী পরিদর্শক সাইফুর রহমান, হাফিজুর রহমান, শাহিনুজ্জামান, অফিস সহকারী সাঈদ আনোয়ার, মেহেদী হাসান, ক্যাশ সরকার মাহফুজ রাব্বী, অফিস সহায়ক শাহিন আহমেদ প্রমূখ।

বক্তব্যের শেষে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বিদায়ী কর্মীর হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এবং একটি সুসজ্জিত গাড়িতে করে বিদায়ী সহকর্মীকে তাঁর বাসস্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়।

গাংনী মডেল মসজিদের ইমামকে বরখাস্ত

যুদ্ধাপরাধ মামলায় আমৃত সাজাপ্রাপ্ত দেলোওয়ার হোসেন সাঈদীর জন্য দোওয়া ও মোনাজত করার অপরাধে গাংনী মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের ঈমাম হাফেজ মাওলানা ইলিয়াছ হোসেনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পরবর্তি ঈমাম নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত মডেল মসজিদের মোয়াজ্জিনকে ইমামতির দায়ীত্ব দেওয়া হয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত ১৫ আগষ্ট বরখাস্তকৃত ইমাম মাওলানা ইলিয়াছ হোসেন নামাজ শেষে আমৃত সাজাপ্রাপ্ত দেলোওয়ার হোসেন সাঈদীর জন্য দোওয়া ও মোনাজাত করেন। এঘটনায় গাংনী উপজেলা সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। পরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বিষয়টি নিয়ে

তদন্ত করা হয়। তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যাওয়ায় তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসক ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে নির্দেশ দেন। পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাঠ পরিদর্শক মনিরুল ইসলাম তাকে দায়ীত্ব পালন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন।

এব্যাপারে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক সিরাজুম মনির বলেন, গাংনী মডেল মসজিদের ইমাম মাওলানা ইলিয়াছ হোসেনর বিরুদ্ধে স্থানীয় এক মুক্তিযোদ্ধা বির্তকিত মোনাজাতের জন্য গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অভিযোগ দেন। এনিয়ে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে বিষয়টি তদন্ত করে তার সত্যতা মেলে। পরে সেখান থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়ার নির্দেশ দিলে ইলিয়াছ হোসেনকে ইমামতি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাওলানা ইলিয়াছ হোসেন মডেল মসজিদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত নন। মডেল মসজিদ হওয়ার আগে সেখানে থাকা মসজিদের ইমাম তিনি। মডেল মসজিদের জন্য সামনের মাসে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু বলেন, বহিস্কৃত ইমামের বিরুদ্ধে বিতর্কিত কর্মকান্ডের অভিযোগে লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়। সেই অভিযোগ তদন্তে প্রমানিত হওয়ায় ইমামকে ইমামতি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তি নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত মসজিদের মোয়াজ্জিনকে ইমামতির দায়ীত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর ও গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ ও চুরির মামলায় ২ জন আসামি। এছাড়া গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ২ ও নিয়মিত মামলায় ১ আসামি রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতের পৃথক সময়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত

“তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব “ প্রতিপাদ্য নিয়ে র্যালী ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই আলোচনা সভা ও র্যালী অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসানের সভাপতিত্বে ও আরডিসি মোছা: রনী খাতুনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত “তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব “শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি, মেহেরপুর তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন ।

এর আগে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালী বের হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়ক প্রদক্ষিন শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় দুই ব্যক্তির দণ্ড

মেহেরপুর পৃথক দুটি মাদক মামলায় অপরাধ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও অর্থদন্ড প্রদান করেছে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত। একই সাথে আসামিরা পলাতক থাকায় তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির নির্দেশ প্রদান করেন আদালত।

দণ্ডিতরা হলেন, মেহেরপুর পৌরসভার চক্রপাড়া আঃ জলিলের ছেলে মোঃ রাজু ও নতুন পোস্ট অফিসপাড়া এলাকার মৃত ইউনুসের ছেলে মোঃ জনি।

মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট ১ম আদালতের বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত এই রায় দেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, জি,আর ৪০০/২১ নম্বর মামলার আসামি মো. রাজুকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায় আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর একটি জি,আর ১৬/১৮ মামলার আসামী মো. জনি কে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেছেন আদালত।

স্বামী প্রধান শিক্ষক হওয়ায় স্কুলে যাননা সহকারী শিক্ষক

স্বামী প্রধান শিক্ষক তাই দিনের পর দিন স্কুলে অনিয়মিত সহকারী শিক্ষক আনোয়ারা খাতুন। স্কুলে তার দেখা মিলে শুধুমাত্র

অনুষ্ঠানে। অভিযোগ রয়েছে প্রধান শিক্ষক স্বামীর সাহায্যে বাড়িতে বসে নিয়মিত শিক্ষক হাজিরা খাতায় স্বাক্ষরও করেন। বাড়িতে বসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে এভাবেই বিদ্যালয়ে শতভাগ উপস্থিতি দেখিয়ে বেতন তুলে নিচ্ছেন তিনি।

ঘটনাটি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার এইচ এস কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আনোয়ারা খাতুনের। তাঁর স্বামী ওই একই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আসাদুজ্জামান। স্বামী প্রধান শিক্ষক হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এমন অনিয়ম দীর্ঘদিন ধরে করে আসছেন আনোয়ারা খাতুন। স্কুলের ক্লাস রুটিনে সপ্তাহে মাত্র দুটি ক্লাসে তার নাম থাকলেও সেসব ক্লাস নিচ্ছে ওই স্কুলের অন্য শিক্ষকরা। এ নিয়ে অন্য শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও আনোয়ারা খাতুনের স্বামী আসাদুজ্জামান প্রধান শিক্ষক হওয়ায় তাদের দাপটে মুখ খুলতে ভয় পায় শিক্ষকরা।

আর শিক্ষার্থীরা আনোয়ারা খাতুন নামের একজন শিক্ষকের কথা জানলেও তাকে শেষ কবে দেখেছে তা সঠিক ভাবে মনে করতে পারেনা। অষ্টম শ্রেণির একজন ছাত্রী জানান, আনোয়ারা ম্যাডাম ক্লাস সিক্সে আমাদের ক্লাস নিয়েছে কয়েকদিন তারপর তাকে স্কুলে আমরা সেভাবে দেখিনি।

নবম শ্রেণির একজন ছাত্র জানান, আনোয়ারা ম্যাডাম শুধুমাত্র অনুষ্ঠানে আসেন। তিনি আমাদের কোন ক্লাসও নেয়না।

দশম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, তিনি মাঝেমধ্যে স্কুলে আসেন কোন প্রয়োজন হলে। আনোয়ারা ম্যাডাম নিয়মিত স্কুলে আসেনা কেন এরকম কথা হলে হেডস্যার বলেন অসুস্থার জন্য ছুটিতে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তার অনিয়মিত স্কুলে আসা নিয়ে কোন ছাত্রছাত্রী মুখ খুললেই তার জন্য কঠিন শাস্তি হবে এরকম ভয়ে প্রকাশ্য আমরা কেউ বলতেও পারিনা।

স্কুলে না আসার বিষয়ে জানতে আনোয়ারা খাতুনের সঙ্গে মুঠোফোনে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

স্কুলটির প্রধান শিক্ষক ও আনোয়ারা খাতুনের স্বামী আসাদুজ্জামানের কাছে জানতে চাইলে টিফিন পিরিয়ডে ক্লাসে থাকার অজুহাতে ফোন কেটে দেন তিনি। পরে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে তাকেও একাধিকবার ফোন ও পরিচয় দিয়ে বিষয়টি জানতে চেয়ে

এসএমএস পাঠালেও তিনি সাড়া দেননি।

স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাফিজুর রহমান বলেন, বিষয়টি আমি অবগত রয়েছি এবং অভিযোগ শুনতে শুনতে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। সরকারের বেতন নিবে সে কিন্তু স্কুলে যাবেনা এটা কোন কথার মধ্যে পড়ে না। আমিও জেলা শিক্ষা অফিসারকে বিষয়টি বলবো।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: আব্বাস উদ্দিন বলেন, কয়েকদিনের মধ্যে আমি সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবো।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেল জিম্মা নিতে এসে কারাগারে গেলেন মালিক

মোটরসাইকেল নিজের দাবি করে তা নিজ জিম্মায় নিতে এসে কারাগারে যেতে হলো মোটর সাইকেলের মালিক মো: আলাউদ্দিনকে।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহ’র আদালত এই আটকাদেশ প্রদান করেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, গত ১ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের ছাতিয়ান নামক স্থানে বেপরোয়া গতিতে মোটরসাইকেলের সাথে দূর্ঘটনায় আ: রহিম নামে এক ব্যাক্তি মারা যায়। তার ভাই মো: নাজির হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা মোটর সাইকেল চালকের বিরুদ্ধে মামলা দয়ের করেন।

সড়ক দুর্ঘটনার পর মোটর সাইকেলটি পুলিশ জব্দ করলেও আসামি পলাতক ছিল। আজ মঙ্গলবার মোটরসাইকেলের মালিক মো: আলাউদ্দিন আদালতে হাজির হয়ে নিজেকে মোটর সাইকেলের মালিক দাবি করে মোটর সাইকেলটির জিম্মার আবেদন করেন। মালকানা সংক্রান্ত সব কাগজপত্র থাকাতে জিম্মার আবেদন মঞ্জুর করে আদালত। সেইসাথে যেহেতু জিম্মার আবেদনকারী নিজেই মোটর সাইকেলটির মালিক এবং একই মোটরসাইকেল দিয়ে

অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেহেতু অপরাধের সাথে মো: আলাউদ্দিনের সংশ্লিষ্টতা থাকার প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় আদালত তাকে আটক রাখার নির্দেশ দেন।

পরবর্তীতে মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা এই ব্যাক্তির দ্বারাই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তাকে মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করলে আদালত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও আবেদন পর্যালোচনা করে মোটর সাইকেলটির মালিককে গ্রেফতার দেখিয়ে জেল হাজতে প্রেরনের নির্দেশ দেন।

মেহেরপুর ডিবির জালে গাঁজা চাষী গাংনীর ভল্টা ও চলটা

গাঁজা গাছসহ মোঃ মোকাদ্দেস ওরফে ভল্টা (৪৫) নামের এক গাঁজা চাষীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। আটক মোকাদ্দেস হোসেন গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের মৃত জিহাদ আলীর ছেলে। ভল্টার সহযোগী ও সহোদর মোঃ আমানুল্লাহ ওরফে চলটা (৩৫) পলাতক।

আজ মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে তিনটার সময় মোকাদ্দেস ওরফে ভল্টার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে গাঁজা গাছসহ তাকে আটক করে মেহেরপুর ডিবি পুলিশের একটি টিম। ডিবি সুত্রে জানা গেছে এসময় ১ টি গাঁজার কাঁচা গাছ জব্দ করা হয়। ডাল ও পাতাসহ কাঁচা অবস্থায় জব্দ করা গাঁজা গাছটির উচ্চতা সাড়ে ১২ ফুট এবং ওজন ৭ কেজি ২০ গ্রাম। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় বাহাত্তর হাজার টাকা।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মোকাদ্দেস ওরফে ভল্টার বাড়িতে অভিযান চালানো হলে, বাড়ির দক্ষিণপাশে গিয়ে গাঁজা গাছটি দেখতে পেয়ে গাঁজা চাষী মোকাদ্দেস ওরফে ভল্টাকে আটক ও গাছটি জব্দ করা হয়। অভিযানের খবরে ভল্টার সহযোগী ও সহোদর চলটা আত্মগোপনে রয়েছে। এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে দুইজনকে আসামি করে একটি মামলা দিয়ে তাকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।’

গাংনীতে পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির মাসিক সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীর পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি (পিএসকেএস) আয়োজিত সমন্বিত কৃষি ইউনিট এর কৃষি খাতের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমতিরি প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপত্বি করেন সংস্থার উপপরিচালক মোহা: কামরুল আলম।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাঃ ইমরান হোসেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: মোঃ আরিফুল ইসলাম।

উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভায় ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রদর্শনী, যথাক্রমে কৃষি, মৎস্য,ও প্রাণিসম্পদ খাতের প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনা করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগন বিভিন্ন প্রদর্শনীর আলোকে তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ ও কারিগরি সহযোগিতা সহ সামগ্রীক বিষয় নিয়ে গঠন মূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত সমস্যা নিরশন নিয়ে আলোচনা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

অন্যদের মধ্যে পলাশীপাড়ার সমাজ কল্যান সমিতির বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা, সার ব্যবসায়ী, বীজ ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কর্মকর্তা ও সহকারী কর্মকর্তা বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।